History (H), Sem-2, Paper - CC3, Unit - 4 Topic - Gupta : Socio-cultural Aspects

গুপ্ত যুগ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নবজাগরণের যুগ — একথা কতদূর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কর।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই সময়ে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ধর্ম — সর্বক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে গুপ্ত যুগকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নবজাগরণের যুগ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ বৈদিক যুগ থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকাল পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধ ধর্ম রাজ ধর্মে পরিণত হয় এবং সম্রাট গণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। ফলে হিন্দু ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। বৌদ্ধ ধর্ম রাজধর্মে পরিণত হলে ভারতে ও ভারতের বাইরে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু গণ একটি নগণ্য ধর্ম সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। অশোকের সময় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পালি ভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে ফলে বৈদিক ধর্মের প্রধান বাহক সংস্কৃত ভাষাও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। এই রকম পরিস্থিতিতে গুপ্ত রাজগণ হিন্দু-ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক রূপে আবির্ভূত হন, ফলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নব-জাগরণ বা পুনর্জন্ম ঘটে।

উপরোক্ত মতবাদ অনেক ঐতিহাসিক যুক্তিসংগত বলে মনে করেন না। তাদের মতে অশোক ও কনিষ্কের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য অর্জন করেছিল ঠিকই কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই দুই সম্রাটই ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণু। গুপ্তদের পূর্ববর্তী শুঙ্গরাজাগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সাতবাহন রাজারাও ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। শক-ক্ষত্রপ ও কুষাণ রাজাদের অনেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপ গণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বেশি অনুরাগী। সেই সঙ্গে তারা ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রুদ্রদামনের গিরনার লেখ সংস্কৃত ভাষায় লেখা, এছাড়াও কুষাণ যুগে মহাযান মতবাদের উদ্ভবের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

Scanned with CamScanner

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগন ধর্মশাস্ত্র রচনার মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করতে শুরু করেন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে মৌর্যযুগে হিন্দুধর্ম সাময়িক ভাবে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু গুপ্তযুগের বহু পূর্বেই তার অগ্রগতির সূচনা হয়। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম এই যুগে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। প্রচলিত বৈদিক দেবতাগন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন, পরিবর্তে শিব, বিষ্ণু, কার্তিক, গণেশ, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মীর উপাসনা শুরু হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞের গুরুত্ব কমে যায় এবং ভক্তিধর্মের বিকাশ ঘটে, তন্ত্রধর্ম প্রসারিত হয়। ড: রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এর মতে এই যুগের হিন্দু ধর্মকে "পুরোনো ও নতুন ধর্মীয় আদর্শের সমন্বয়যুক্ত বিভিন্ন বর্ণের মোজাইক" বলে উল্লেখ ~~…~~ করেছেন।

গুপ্তযুগকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলাও যুক্তিসংগত নয়, কারণ সংস্কৃত ভাষা কখনও মৃতকল্প হয়ে যায়নি, হয়তো সাময়িক ভাবে রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, একথা মনে রাখা দরকার যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অশ্বঘোষ ও চরকের রচনা সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল এবং সমস্ত রচনাই ছিল গুপ্তপূর্ব যুগে রচিত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষাকেই সাহিত্য ও দর্শন রচনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যে ধারা ছিল তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে গুপ্ত যুগে, এবং উন্নত রচনাশৈলী ও মনোহর ছন্দের আবির্ভাব ঘটে এই যুগে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে গুপ্তপূর্ববর্তী যুগে হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃত সাহিত্যের অবলুপ্তি কখনোই ঘটেনি হয়তো রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল এবং গুপ্তযুগে সম্রাটগনের পৃষ্ঠপোষকতা তা আবার কিছুটা নতুন ধারায় এবং নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যাকে আমরা নবজাগরণ বা পুনর্জন্ম আখ্যা দিতে পারিনা, বরঞ্চ একথা বলা যেতে পারে গুপ্তযুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

Scanned with CamScanner